বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বর্ষ-০৩ সংখ্যা-০৩

জানুয়ারি - মার্চ ২০১৮

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় বাস্তবায়িত Studies on the Honey Bees প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে বিএফআরআই এর বন রক্ষণ বিভাগ "Studies on the honey bees of the Sundarbans in relation to climate change and livelihood improvement" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কার্যক্রম অনুযায়ী আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় জাতের মৌমাছি পালন পদ্ধতি বিষয়ে দুই দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সুশীলন অডিটোরিয়াম, শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মুন্সিগঞ্জ ও বুড়িগুয়ালিনী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের মোট ৩০ জন স্থানীয় নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যে সুন্দরবনের গুরুত্ব, সুন্দরবন সংরক্ষণে মৌমাছির ভূমিকা উল্লেখ করে আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় জাতের মৌমাছি পালন শীর্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি ড. মো. মাসুদুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগের সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুন্দরবন সংলগ্ন বসত বাড়িতে খলসি গাছ লাগালে উদ্ভিদটি মৌমাছি

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ড. মো. মাসুদুর রহমান, বিভাগীয় কর্মকর্তা, ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ, খুলনা; বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড এর সহকারী পরিচালক, জনাব মো. মোস্তফা রায়হান; বুড়িগুয়ালিনী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ভবতোষ কুমার মন্ডল। বন রক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জনাব ভবতোষ কুমার মন্ডল তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুন্দরবন সংলগ্ন বিভিন্ন নদীর ও খালের ধারে হাজার হাজার পালিত মৌমাছির বাক্স বসানো হচ্ছে। এসব পালিত মৌমাছি সুন্দরবনে প্রবেশ করে সুন্দরবনের নিজস্ব বন্য মৌমাছির কোন রোগ-বালাই সৃষ্টি করে কিনা তার গবেষণা প্রয়োজন। সুন্দরবন সংলগ্ন সাতক্ষীরা অঞ্চলে মধু ও মৌমাছি বিষয়ে ক্ষুদ্র কুঠিরশিল্প গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মহলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিচালক, প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মৌকলোনিসহ মৌবাক্স প্রদান করছেন

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সুন্দরবন শুধু বাংলাদেশ নয় বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এ বনের মধুও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধু। কিন্তু সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালদের সচেতনতা ও আধুনিক জ্ঞানের অভাবে সুন্দরবনের মধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মধুর মর্যাদা লাভ করতে পারছেনা। আমরা আশা করি এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অত্র এলাকায় মৌচাষ বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প পরিচালক পরাগায়ন ও বন সংরক্ষণে মৌমাছির ভূমিকা, একটি আধুনিক মৌ-বাক্সে বিভিন্ন অংশের পরিচিতি, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তাদের ব্যবহার প্রদর্শন, মৌমাছির ক্ষতিকর পোকামাকড় ও অন্যান্য শত্রু বিষয়ে আলোচনা করেন। রিসার্চ অফিসার জনাব মো. জুনায়েদ মৌমাছি, মৌকলোনি ও সুন্দরবনের মৌ-বৃক্ষের পরিচিতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন মৌমাছির উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও রাসায়নিক কীটনাশকের প্রভাব এবং মৌ-বৃক্ষের পরিচিতি ও তাদের বর্ণনা এবং এপিকালচার নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এ ছাড়াও মধু, মধুর উপাদান, উপকারিতা, গুণাগুণ এবং মধুর ব্যবহারসহ মৌমাছির শত্রু ও রোগ-বালাই এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মধু আহরণ, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ে মৌয়ালদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মৌকলোনিসহ মৌবাক্স প্রদান করেন ।

শেরপুর জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শেরপুর জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. শেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মো. রফিকুল হাসান গণি। কর্মশালায় বনজ সম্পদ ও বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন এবং সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ; কাঠ, বাঁশ ও ছনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি; মাতৃ বৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ ও বাঁশের যোজিত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব এ টি এম জিয়াউল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আমিনুল ইসলাম এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব সাইদুর রশীদ। অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান, জেলা পর্যায়ের সকল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধি; প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক; নার্সারি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অগার হোল পদ্ধতিতে চারা রোপণ

অগার হোল প্রযুক্তির অগার নামক যন্ত্রটি মূলতঃ ডাচ্ অগার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এই যন্ত্রটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রূপান্তরিত অবস্থায় চারা রোপণে উপযোগি করে তোলা হয়েছে। এটি অল্প চাষে (minimum tillage) ও স্বল্প খরচে সহজ উপায়ে ঢালু ভূমিতে বৃক্ষ চারা রোপণ তথা সফল বনায়নে একটি বিজ্ঞান সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।

প্রচলিত উপায়ে ঢালু ভূমিতে কোদাল দ্বারা গর্ত করে চারা রোপণে যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হতে হয় অগার হোল প্রযুক্তিতে তা অনেকাংশে হয় না। ঢালু ভূমিতে সহজভাবে দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে সঠিক আকারের গর্ত করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু অগার দিয়ে অনায়াসে তা করা যায়। কোদাল দিয়ে করা গর্তে অগারের তুলনায় প্রায় ১৫-২০ গুণ বেশি মাটি খনন করতে হয়, যার ৫০-৬০% চারা রোপণের পর অব্যবহৃত থাকে। ফলে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৭ টন মাটি অপচয় হয়। ঢালু ভূমিতে কোদাল দিয়ে করা গর্তের আয়তন যথেষ্ট বড় এবং অধিক মাটি খননের ফলে বর্ষা মৌসুমে ভূমি ক্ষয়ের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটির জৈব পদার্থ, পুষ্টি মৌল, ইত্যাদি অপসারিত হয়ে মাটির উর্বরতা কমতে থাকে, যা অগার দিয়ে করা গর্তের ক্ষেত্রে প্রায় ঘটে না বললেই চলে। ঢালু ভূমিতে কোদালের গর্ত অপেক্ষা অগার দিয়ে করা গর্তের আকার সাধারণত ছোট ও সঠিক আকারের হয় বলে বিভিন্ন সাইজের (২" x ৪", ৩" x ৫", ৪" x ৬" ও ৫" x ৭") পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বনজ ও ফলদ প্রজাতির চারা সহজে রোপণ করা যায়। অগার দিয়ে করা গর্তে বিভিন্ন প্রজাতির রোপিত

৩য় পৃষ্ঠায়...

চারার বর্ধন ও বেঁচে থাকার হার কোদাল দিয়ে করা গর্তের তুলনায় সমান বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিক। তবে বর্ষা মৌসুমে যখন মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় অংশ থাকে তখন চারা রোপণ করা শ্রেয়। এছাড়াও অগার হোল প্রযুক্তিতে বৃক্ষ চারা রোপণে কোদালের তুলনায় প্রায় তিন গুণ সময় কম লাগে। এতে বনায়নে শ্রমিক সংখ্যা তিন গুণ কম হয় এবং চারা রোপণে আর্থিক ও সময় সাশ্রয় হয়। চারার বর্ধন ও বেঁচে থাকার হার কোদাল দিয়ে করা গর্তের তুলনায় সমান বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিক।

অগারের ছবি

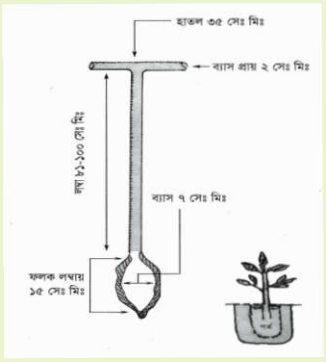

অগারের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ

প্রথমে লোহার তৈরি একটি অগার সংগ্রহ করুন অথবা স্থানীয় কর্মকার দিয়ে সঠিক মাপের একটি অগার প্রস্তুত করে নিন। এ বিষয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর সহিত যোগাযোগ করা যেতে পারে। এবার নির্ধারিত স্থানে অগারের অগ্রভাগ স্থাপন করে দাঁড়ানো অবস্থায় উপরের হাতল ধরে একই সঙ্গে চাপদিন ও হালকাভাবে ঘোরাতে থাকুন। এ ভাবে অগারের অগ্রভাগের লোহার ফলা দুটি ধীরে ধীরে মাটির ভিতরে প্রবেশ করালে গর্ত হয়ে যাবে। অগারটি ঘোরানোর কারণে লোহার ফলা দিয়ে আলগা করা মাটি ফলা দুটির মাঝে জমতে থাকবে, যা ২-৩ বার গর্ত থেকে উঠিয়ে গর্তের পাশে রাখতে হবে। এভাবে অতি সহজেই কাঙ্খিত চারা রোপণের জন্য গোলাকার গর্ত তৈরি হয়ে যাবে। এবার চারার গোড়া থেকে পলিথিন ব্যাগটি বিচ্ছিন্ন করে মাটিসহ উহা গর্তে স্থাপন করে গর্তের ফাঁকা অংশে আলগা মাটি দিয়ে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যেন চারার গোড়া মাটির উপরিভাগ বরাবর সোজা থাকে। এভাবে অগার দিয়ে চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন করা যায়। এভাবে প্রস্তুতকৃত বা সংগৃহিত অগারটি মাঠে ব্যবহার করা যাবে। তবে ঢালু ভূমিতে কাঙ্খিত চারা রোপণের দুরত্ব কত হবে সে অনুযায়ী কাঠি পুঁতে গর্তের স্থান পূর্বেই চিহ্নিত করে রাখতে হবে।

ঢালু ভূমি বিশেষভাবে পাহাড়ি ঢালে, রাস্তা কিংবা বাঁধের ঢালে এবং রেললাইনের ধারে অগার দিয়ে সঠিক আকারের গর্ত করে বিভিন্ন সাইজের পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বনজ ও ফলদ প্রজাতির চারা কম খরচে ও কম সময়ে সফলতার সহিত রোপণ করা যায়। এছাড়াও, উপকূলীয় অঞ্চলে ও অন্যান্য সমতল ভূমিতে সফলভাবে বৃক্ষ চারা রোপণে অগার হোল প্রযুক্তিটি বেশ কার্যকর। পলিথিন ব্যাগে উত্তোলিত বিভিন্ন শাক-সবজির চারাও এ পদ্ধতিতে কম খরচে রোপণ করে কৃষক লাভবান হতে পারে। জুম চাষের ঢালু জমিতে ধানের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ চারা রোপণে অগার হোল প্রযুক্তিটি খুবই সহায়ক। বিশেষ করে পাহাড়ি মহিলারা কোদালের চেয়ে অগার দিয়ে স্বাচ্ছন্দে চারা রোপণ করতে পারে। অগার দিয়ে বেড়া বা লাইভ ফেন্সিং এর জন্য মান্দার, সাজনা, বেত, পাটি পাতা, ইত্যাদির ডাল/চারা রোপণ বা বেড়ার খুঁটি লাগানো খুবই সহজ। এছাড়া ঢালু ভূমিতে অগার হোল প্রযুক্তিতে চারা রোপণ করলে ভূমি ক্ষয় কম হয় এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়।

উৎস ঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ

বিএফআরআই এ আন্তর্জাতিক বন দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১ মার্চ ২০১৮ খ্রি. তারিখে বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের বন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Forests and Sustainable Cities". উক্ত সভায় বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন বন দিবস উপলক্ষ্যে "Present Scenario of the hill forest of Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বন সংরক্ষণের গুরুত্ব, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট এলাকায় বনের বর্তমান অবস্থা, বন হতে প্রাপ্ত ইকোসিস্টেম সার্ভিস এর সুবিধা সমূহ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ এবং জীববৈচিত্র্য কিভাবে সংরকক্ষণ করা যায় এ বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৬০৫ প্রজাতির (বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ ও লতা) একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি এ বৃক্ষরাজি সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহবান জানান। গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার বলেন বন দিবসে বিএফআরআই এর ভূমিকা সর্বাধিক। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় আরো বেশি গবেষণা করার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি অনুরোধ জানান। বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন অধিকহারে বৃক্ষ কর্তনের ফলে আমাদের পৃথিবী আজ হুমকির মুখে। বৃক্ষ না থাকার ফলে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের অবশ্যই অধিকহারে বৃক্ষ রোপণ করা উচিত। বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম বলেন শহরাঞ্চলের পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখার জন্য বাসার ছাদে রাস্তার পাশে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো উচিত। অসীম কুমার পাল, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার বলেন পৃথিবীর প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোক এবং দুই হাজারের অধিক উপজাতি সরাসরি বনের উপর নির্ভশীল। তাই পরিবেশ ও বন রক্ষায় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন বন এবং বৃক্ষ কার্বন ধরে রাখে যা জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সাহায্য করে। এছাড়া বৃক্ষ স্থানীয় জলবায়ু উন্নয়নে সহায়তা করে। শহরাঞ্চলে রাস্তার ধারে এবং শিল্পাঞ্চলে গাছ লাগালে বাতাসের ক্ষতিকর উপাদান পরিশোধন করে পরিবেশকে নির্মল রাখে। এছাড়া শব্দ দূষণ কমায় এবং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করে ও রোগ প্রতিরোধ করে। ফলে তিনি পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহবান জানান।

আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশায় অতিরিক্ত সচিব ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ খ্রি. তারিখে বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো (কঞ্চি কলম ও টিস্যু পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ, নার্সারিতে চারা উত্তোলনের কলাকৌশল, মাতৃ বৃক্ষ নির্বাচন, উন্নত মানের বীজ ও চারা উৎপাদন, ভূমির উপযোগিতা অনুযায়ী বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন, সহজ কাঠ শনাক্তকরণ পদ্ধতি, সংরক্ষণী প্রয়োগে কাঠ ও বাঁশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, সৌর শক্তির সাহায্যে কাঠ শুষ্ককরণ পদ্ধতি, বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরির কৌশল, রাবার কাঠ দ্বারা উন্নতমানের আসবাবপত্র প্রস্তুত ইত্যাদি) ভোক্তাগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দীপক চক্রবর্তী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব এবং পরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম বিভাগ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. খুরশীদ আকতার, পরিচালক, বিএফআরআই। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অথিতি তাঁর বক্তব্যে বলেন দেশের বন বিষয়ক গবেষণায় বিএফআরআই এর অনেক অবদান রয়েছে। বন বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। রাবার গাছের কষের পরিমাণ বৃদ্ধি, আগর গাছে আগর সঞ্চয়ন এর পরিমাণ বৃদ্ধি, সহজ কাঠ শনাক্তকরণ পদ্ধতি, সংরক্ষণী প্রয়োগে কাঠের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, ইত্যাদি লাগসই প্রযুক্তিগুলো সারাদেশে বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আহবান জানান। তিনি যেহেতু স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে জড়িত আছেন সেহেতু তিনি প্রান্তিক পর্যায়ের লোকজনের কাছে প্রযুক্তিগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো ভোক্তাগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কর্মশালায় বন অধিদপ্তরসহ জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, ইলেকট্রনিকও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি, নার্সারি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ, রাবার ও বাঁশ চাষী এবং এনজিও এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় বিএফআরআই এর লাগসই প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয়।

উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এ বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

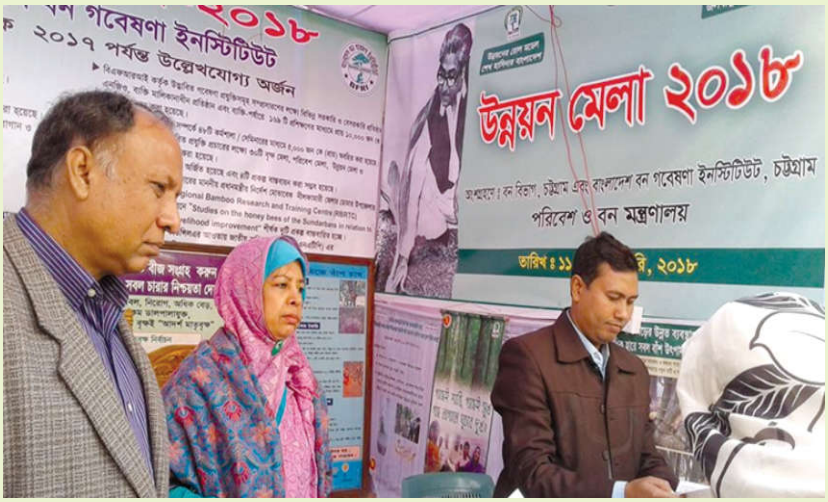

উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এ বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এ বিএফআরআই অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক এম. এ. আজিজ আউটার স্টেডিয়ামে আয়োজিত মেলায় বিএফআরআই এবং বন অধিদপ্তর যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং বন বিভাগের বিভিন্ন বনায়ন মডেল স্টলে প্রদর্শিত হয়। মেলায় সরকারি ১২০ টি এবং বেসরকারি ২০ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় ২০০৯ হতে ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত বিগত নয় বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং ২০১৭ হতে ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত আগামি পাঁচ বছরের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

সাতক্ষীরা জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা। বন ব্যবস্থাপনা উইং এবং বনজ সম্পদ উইং এর প্রযুক্তি সমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বিভাগীয় কর্মকর্তা জনবা মোহাম্মদ শহীদ উল্যা এবং সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. রওশন আলী। কর্মশালায় বক্তারা ভেষজ উদ্ভিদ, কাঠ শনাক্তকরণ, কাঠের সিজনিং, কাঠ সংরক্ষণ, গাছের পোকামাকড় দমন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর সাতক্ষীরা এলাকায় ট্রেনিং করানোর জন্য অনুরোধ করেন। এর ফলে প্রান্তিক ভোক্তাগোষ্ঠী উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের সুফল ভোগ করতে পারবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুল খালেক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, সাতক্ষীরা জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব আবু আহমেদসহ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিগণ, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর প্রধানগণ এবং নার্সারি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ম্যাট ও পার্টিক্যাল বোর্ড ব্যবহার করে সোফাসেট তৈরি

ম্যাট ও পার্টিক্যাল বোর্ড দ্বারা তৈরি সোফাসেট

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বন ধ্বংস হচ্ছে। কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশের পণ্য তৈরি এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে বনভূমি ধ্বংস কমিয়ে আনা সম্ভব। এটি একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা করবে তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনে এবং carbon sequestration এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। কারণ একটি বাঁশ মাত্র ৩-৪ বছর বয়সে ব্যবহার উপযোগি হয় অথচ একটি পরিপক্ক গাছ পেতে আমাদের প্রায় ২৫ বছর এর বেশি সময় লাগে। তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁশের টেকসই এবং যোজিত পণ্য তৈরি করে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বাঁশের বিভিন্ন যোজিত পণ্য যেমনঃ প্লাইবোর্ড, প্যানেলবোর্ড ও পার্টিকেল বোর্ড দ্বারা তৈরি আসবাব কাঠের তৈরি আসবাবের ন্যায় টেকসই। বোরাক *(Bambusa balcooa)* বাঁশ থেকে প্রায় ৪০% স্ট্রিপ পাওয়া যায়, যা প্লাইবোর্ড ও প্যানেল বোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ব্যাম্বো ফোর সাইড প্ল্যানার মেশিনে প্ল্যানিং করার সময় অবশিষ্ট ৬০% প্ল্যানার ডাস্ট পাওয়া যায় যার বেশির ভাগই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। তাই বাঁশের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাপ্ত ফেলনা ও অব্যবহৃত অংশ দ্বারা পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে। সোফাসেট তৈরির উপকরণ হিসেবে বাঁশের ম্যাট, প্ল্যানার ডাস্ট, ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড গ্লু, বোরাক্স ও বোরিক এসিড ব্যবহৃত হয় এবং এটি তৈরিতে ব্যাম্বো ফোর সাইড প্ল্যানার ও হটপ্রেস মেশিন ব্যবহার করা হয়। প্ল্যানার ডাস্ট শুকিয়ে জলীয় অংশ ৪-৬ % এর মধ্যে আনতে হবে। এরপর প্ল্যানার ডাস্ট এর মিহি অংশ চালুনি দ্বারা আলাদা করে গ্লু-মিক্সার মেশিনে ৪-৬% আর্দ্রতা বিশিষ্ট প্ল্যানার ডাস্টের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড গ্লু (৫০% ঘনত্ব) মেশাতে হবে। এরপর হটপ্রেসে ১৪০০ সে. তাপমাত্রায় ও বিভিন্ন চাপে (প্রথম ধাপে ৫০০ পি.এস.আই ৬ মিনিট, ২য় ধাপে ২০০ পি.এস.আই ৪ মিনিট ও শেষ ধাপে ৫০ পি.এস.আই ২ মিনিট) পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রায় ৩২ টি ম্যাট ওভারলেইড পার্টিকেল বোর্ড (৬০ সে. মি. x ৬০ সে. মি. x ১.২৭ সে. মি.) তৈরি করা যায়। উক্ত ম্যাট ওভারলেইড পার্টিকেল বোর্ড দিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতির সোফাসেট প্রস্তুত করা হয়। বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরির পর প্রাপ্ত ফেলনা অংশ দিয়ে পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করার ফলে অব্যবহৃত বনজ সম্পদের সর্বাধিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে ও নিরেট কাঠের উপর চাপ কমবে।

উৎস: কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ।

খুলনায় সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বনায়ন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জনাব ইছাহাক আলী সরদার, চেয়ারম্যান বক্তব্য প্রদান করছেন

গত ০৪ মার্চ ২০১৮ খ্রি. খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার নন্দনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুন্দরবন সংরক্ষণ ও বনায়ন কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অত্র ইনস্টিটিউটের ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ইছাহাক আলী সরদার, চেয়ারম্যান, ২নং শ্রীফলতলা ইউনিয়ন পরিষদ, রূপসা, খুলনা। ড. আ.স.ম. হেলাল সিদ্দীকি, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার বনায়নের প্রয়োজনীয়তা, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং নার্সারি উত্তোলন বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি ড. মো. মাসুদুর রহমান বনায়ন কৌশল বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালায় ২৫ জন স্থানীয় নার্সারি মালিক ও কৃষক অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ অতিথি জনাব ইছহাক আলী সরদার সুন্দরবন সুরক্ষা, নার্সারি উন্নয়ন ও বনায়নের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। এ প্রশিক্ষণের ফলে সন্নিহিত এলাকাবাসীর মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং বনায়ন ও বন সংরক্ষণে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

পটুয়াখালীস্থ, রাঙ্গাবালী উপকূলীয় এলাকায় ফলদ ও ভেষজ বৃক্ষের চাষাবাদ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালীর, রাঙ্গাবালিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগের রাঙ্গাবালী বন গবেষণা কেন্দ্র, পটুয়াখালী কর্তৃক আয়োজিত "উপকূলীয় এলাকায় ফলদ ও ভেষজ বৃক্ষের চাষাবাদ" বিষয়ক দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা গত ২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোট বাইশদিয়া ইউনিয়নের গহিণখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ৪০ জন কৃষক প্রতিনিধি ও সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক ও গহিণখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো. জসিম উদ্দিন হাওলাদার, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মো. গোলাম মওলা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের পুষ্টির ঘাটতি পূরণে ফলদ বৃক্ষের চাষাবাদের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথি জনাব মো. গোলাম মওলা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণের ঔষধের ঘাটতি এবং জীব বৈচিত্র্যের সমারোহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র এলাকায় ঔষধি বৃক্ষের চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কৃষক ও প্রতিনিধিগণ উপকূলীয় এলাকায় ফলদ বৃক্ষের চাষাবাদের জন্য চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করেন এবং তাদের বসতবাড়িতে কি কি প্রজাতির ফলদ বৃক্ষ আছে এবং তাদের কোন কোন প্রজাতির ফলদ বৃক্ষের চারা প্রয়োজন তাহা লিপিবদ্ধ করেন। তাদের মতামত আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাদের বসতবাড়িতে প্রায় ৩২ টি প্রজাতির ফল গাছ বিদ্যমান আছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সদস্য তাদের বাড়িতে লাগানোর জন্য প্রজাতি নির্বাচন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের চাহিদায় দেখা যায় যে, উন্নত জাতের নারিকেল, আম, লিচু, পেয়ারা ও কুল বরইয়ের চাহিদা প্রায় সব সদস্যের। তাছাড়া মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ তাদের এলাকায় ভেষজ বৃক্ষের অভাব তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারীগণ ব্যক্তিগত চাহিদা এবং ফলদ্ ও ভেষজ বৃক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরে এর চাষাবাদ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে দৃষ্টিআকর্ষণ করেন।

বিএফআরআই এ Forestry Research and Development in Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ

গত ১৯-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত বিএফআরআই এ ১০ দিন ব্যাপী "Forestry Research and Development in Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহবায়ক ও উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্যা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অত্র ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতিত ছিলেন বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, পরিবেশ ও বনবিদ্যা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর অধ্যাপক ড. কামাল হোসাইন, অধ্যাপক ড. আল-আমিন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মো. দানেশ মিয়া, অধ্যাপক ড. এম. মাহফুজুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ফরিদ আহসান, আরণ্যক ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ড. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দস, বন অধিদপ্তরের, চট্টগ্রাম সার্কেল এর বন সংরক্ষক ড. জগলুল হোসেন, অত্র ইনস্টিটিউটের অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ড. খায়রুল আলম, জনাব মো. আবদুল লতিফ, ড. এমদাদ হোসেন, ড. শাহীন আক্তার, জনাব মো. এহিউল ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ ২৭ জন রিসোর্সপার্সন ৩৮টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১২ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বিএফআরআই এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন অত্র ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে ইনস্টিটিউটের ফরেস্ট রেঞ্জার, হারবেরিয়াম কীপার, আর্টিস্ট, ড্রাফটম্যান, ওয়ার্ক সুপারিনটেনডেন্ট, উচ্চমান সহকারী, ডেপুটি রেঞ্জার, মেকানিক, অটো-মেকানিক, ফরেস্টার, দক্ষ কর্মী, রেফ্রিজেটার মেকানিক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডার্ক রুম এ্যাসিসটেন্ট অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। Introduction to NIS, Background of NIS, Outline of National Integrity Strategy, Institutional arrangement for NIS implementation ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান এবং কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও নিরুপন বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. রওশন আলী বিশদ আলোচনা করেন।

বিশেষ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা।

বিএফআরআই এ বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ২০ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের ঐতিহাসিক সাফল্য উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়। অফিস প্রাঙ্গণ হতে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার ফেস্টুনসহ বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের শুভ উদ্বোধন করেন এবং তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে বন বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলস গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সর্ম্পকে অবহিত এবং তা সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার ব্যাপারে কাজ করছে। তিনি ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের

৮ম পৃষ্ঠায়

ভোক্তাগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করার আহবান জানান। এ উপলক্ষ্যে ব্যানার, ফেস্টুনসহ অত্র ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ আনন্দ শোভাযাত্রা সহকারে পুরো অফিস ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন। লোকজনকে অবহিত করার জন্য বিএফআরআই এর উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ প্রদর্শনের জন্য একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলে ইনস্টিটিউট হতে উদ্ভাবিত ৪০টি লাগসই প্রযুক্তি উপস্থাপন ও এর ব্যাবহার সর্ম্পকে লোকজনকে অবহিত করা হয়। বিশেষ সেবা সপ্তাহ চলাকালীন সময়ে সকল বিভাগে অতিদ্রুত সেবা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বিএফআরআই এর প্রযুক্তি সর্ম্পকে জানতে এবং সেবা গ্রহণ করতে অনেক লোকজনের সমাগম হয়।

বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আগর সঞ্চয়ন ও মান নির্ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২-৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. তারিখে অত্র ইনস্টিটিউটের বন রসায়ন বিভাগের সহায়তায় এবং আগর বাগান মালিক ও উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির (রেজি নংঃ রাঙ্গা-১১২) ব্যবস্থাপনায় বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার তালুকদার পাড়া এবং বাবু পাড়াতে আগর সঞ্চয়ন ও মান নির্ধারণ বিষয়ক দুটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি কর্মশালায় ৩০ জনের অধিক আগর চাষী, কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সমিতির আওতায় বাঘাইছড়ি উপজেলায় মোট ১৭৪ জন নিবন্ধিত আগর চাষী রয়েছে। বাঘাইছড়ি হলো রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার একটি উপজেলা। উক্ত এলাকার প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আগর গাছের তথ্য রয়েছে যা কালের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। বাঘাইছড়ি উপজেলা শহরের অদূরে বিখ্যাত কাচালং আর্যপুর ধর্মোজ্জ্বল বনবিহার রয়েছে। প্রায় ৩০ বছর পূর্বে উক্ত বনবিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুর নির্দেশে পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ বিহারের আশেপাশে কিছু সংখ্যক আগর গাছ রোপন হয় এবং তম্মধ্য হতে ২০১২-১৩ সালে ৩০০ (তিনশত) টি গাছ ৫৭ (সাতান্ন) লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়, যেখানে প্রতিটি গাছের গড় মূল্য ১৯,০০০.০০ (উনিশ হাজার) টাকা। উক্ত বিক্রয়মূল্য এলাকার সবার নজর কারে। তাই, অধিক লাভ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর নির্দেশে স্থানীয় অধিবাসীগণ ব্যাপকহারে আগর চাষ শুরু করে। বর্তমানে বাঘাইছড়ি উপজেলার প্রতিটি বাড়ি, রাস্তা, স্কুল- কলেজ-মাদ্রাসারপ্রাঙ্গন, পাহাড়, জমির আইল সর্বত্র আগর চাষ বিদ্যমান। অধিক আগর চাষের জন্য উক্ত অঞ্চলকে এখন দ্বিতীয় বড়লেখা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাঘাইছড়ি উপজেলায় মোট দুটি আগর তেল নিষ্কাশন কারখানা রয়েছে- সুশীল জীবন চাকমা কর্তৃক ৬ টি ডেক সমৃদ্ধ একটি কারখানা এবং জ্যোতিষ চাকমা কর্তৃক ৪ টি ডেক সমৃদ্ধ একটি কারখানা। উভয় কারখানাই জ্বালানি কাঠ নির্ভর এবং বর্তমানে সচল রয়েছে। তবে, আগর সমৃদ্ধ কাঠের অভাবে কারখানা দুটি মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। ডিস্টিলেশন কৌশল ও শীতলীকরণ সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকায় পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত শীতলীকরণের অভাবে সবচেয়ে বেশি নিষ্কাশিত তেলের উত্তম অংশ বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। বিষয়টি তৎক্ষণাত তাদেরকে অবহিত করা হয় এবং সমাধান সম্পর্কে করণীয় বিষয়গুলো নকশাকারে প্রদান ও বুঝিয়ে দেয়া হয়। প্রাকৃতিকভাবে আগর সঞ্চয়নের জন্য আগর-পোকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আগর-পোকা কদাচিত দেখা গেলেও, বাঘাইছড়ি উপজেলার বেশিরভাগ আগর গাছেই কান্ডছিদ্রকারী আগর-পোকার গর্ত/আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। তথ্য পর্যালোচনায় বলা যায়, প্রাকৃতিকভাবে আগর উৎপাদনের জন্য বাঘাইছড়ি উপজেলা একটি আদর্শ এলাকা। তাছাড়া, বিভিন্ন চাষীদের সাথে কথা বলে আরো জানা যায়, আগরের সাথে মিশ্রভাবে কাঁঠাল, আম, আমড়া ও আমলকি চাষ করলে উক্ত আগর-পোকার আক্রমণ বেশি হয়; কারণ হিসেবে বলা হয়, উক্ত গাছসমূহে আক্রমণকারী পোকার সাথে আগর পোকার সাদৃশ্য রয়েছে। তাই, এ বিষয়ে গবেষণা করা জরুরী।

আগর বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশায় অংশগ্রহণকারী

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা ঃ ড. খুরশীদ আকতার - পরিচালক		**ড. মোহাম্মদ মহীউদ্দিন** - মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা	
মো. জাহাঙ্গীর আলম - আহ্বায়ক		**মো. রওশন আলী** - সদস্য-সচিব	
ড. মো. আহসানুর রহমান - সদস্য		**মো. মতিয়ার রহমান** - সদস্য	
অসীম কুমার পাল - সদস্য		**মো. জহিরুল আলম** - সদস্য	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail: editorbfrinewsletter@gmail.com, web: www.bfri.gov.bd
ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮